২৩-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পড়াশুনায় আওয়াজ নিষ্প্রয়োজন - এখানে বাবা একটাই মন্ত্র দিয়েছেন যে বাচ্চারা মৌন থেকে কেবল আমায় স্মরণ করো "

প্রশ্ন - যে বাচ্চারা ঈশ্বরীয় নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে, তাদের লক্ষণ কি ?

উত্তর -১) ঈশ্বরীয় নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা বাচ্চাদের চাল -চলন অত্যান্ত রয়্যাল হবে ২) তারা খুব কম কথা বলবে ৩) তাদের মুখ দিয়ে সর্বদা রত্নই বেরোবে। এমনিতেও রয়্যাল মানুষেরা খুব কম কথাই বলেন। তোমরা তো ঈশ্বরীয় সন্তান, তোমাদের রয়্যালিটিতে থাকতে হবে।

ওম্ শান্তি। বেহদের বাবা বসে বেহদের বাচ্চাদের বোঝান। এমন তো কেউ হয় না যে বলতে পারে যে বেহদের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা বোঝে আমাদের বেহদের বাবা তিনিই, যাকে শিববাবা বলা হয়। এমনিতে অনেক মানুষ আছে যাদের নাম শিব। কিন্তু তারা কেউ বেহদের বাবা নয়। বেহদের বাবা একজনই যিনি পরামধাম থেকে এসেছেন। সেই নিরাকারকেই ডাকা হয়। তাঁকে ভগবান বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর এঁরা হলেন দেবতা। ভগবান যিনি পরমধামে থাকেন, তিনি সব আত্মাদের পিতা। তোমরা কেউ গুরু বা গোঁসাইয়ের কাছে আসোনি। তোমরা জানো যে তোমরা বেহদের বাবার সামনে বসে আছো। বেহদের বাবা মধুবনে এসেছেন। লোকেরা বলে, কৃষ্ণ মধুবনে এসেছেন, কিন্তু তা না। বেহদের বাবার মুরলিই মধুবনে বাজে। বাবা বোঝান, আমি প্রতি কল্পে সঙ্গম যুগেই আসি, যুগে - যুগে না। এই ভুলটি তারা করে যারা বলে যুগে - যুগে আসেন। এই যে সব শাস্ত্রাদি আছে, এগুলি সবই হল ভক্তির। এমন নয় যে এ সব অনাদি । বাবা বুঝিয়েছেন এই সাগর এবং নদী সকল অনাদিই। তাছাড়া এমন নয় যে ভক্তি অনাদি। তোমরা জানো সত্য যুগ এবং ত্রেতা যুগে ভক্তি হয় না। ভক্তি আরম্ভই হয় দ্বাপর থেকে। বেহদের পিতা যিনি জ্ঞানের সাগর, এই ব্রহ্মার মাধ্যমে বসে জ্ঞানের কথা শোনান । সুক্ষ্ম লোকে তো শোনাবেন না, বাবা এখানে সামনে বসে শোনান এবং তাই তো গীত গাওয়া হয়, "দূর দেশ নিবাসী।....."তোমরা জানো আমরা আত্মারা ভাই - ভাই, দূর দেশে থাকি, এই গান যারা গায়, তারা কিছুই বোঝেনা। তোমরা সকলেই যাত্রী (মুসাফির)। দূর দেশ থেকে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে এসেছো। তোমরা জানো এটা কর্মক্ষেত্র। এখানে হার -জিতের খেলা আছে। এটাও বাবা বসে বোঝান। প্রত্যেকটা মানুষ চায় -শান্তি। শান্তি কেউ মুক্তিধামের জন্য বলে না। এখানে থাকাকালীনই শান্তি চাই। কিন্তু এখানে তো মনের শান্তি পাওয়া যায় না। সন্ন্যাসীরা শান্তির জন্য বনে চলে যায় ওরা এটা জানেই না যে আমরা আত্মারা, শান্তি একমাত্র অশীরীরী দুনিয়াতেই পাই। তারা মনে করে আত্মা ব্রহ্মা বা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। তারা এটা বোঝেই না যে আত্মার স্বধর্মই হল শান্তি। এই আত্মা কথা বলে। আত্মা শান্তিধামে থাকে। সেখানেই তারা শান্তি পাবে। এই সময় সকলেই শান্তি চায়। কোনো সন্ন্যাসী সুখকে স্বীকার করে না। নিন্দা করে, কেননা শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে সত্য এবং ত্রেতা যুগেও কংস এবং জরাসন্ধ ছিল। লক্ষী- নারায়ণকে ভুলে গেছে। বুদ্ধি তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাবা বলেন, আমি নিরাকার। তারা বলে পরমাত্মা নাম ও রূপ থেকে হীন । একদিকে তো তারা ঈশ্বরের মহিমা গান করে বলে তিনি সর্বব্যাপী, যদি নাম ও রূপ হীন হয় তাহলে সর্বব্যাপী কি করে হন। আত্মারও নিশ্চয় নাম ও রূপ আছে। কেউ বলতে পারে না যে আত্মা নাম ও রূপ হীন। বলে ভ্রুকুটির মাঝে ঝলমল করে এক আশ্চর্য নক্ষত্র .....তাহলে আত্মাই এক শরীর ত্যাগ

করে অন্য শরীর গ্রহণ করে। পরমাত্মার পুনর্জন্ম হয় না। মানুষই হল জন্ম মৃত্যুর আধীন। এ হলো তোমাদের পড়াশুনা। এখানে কোনো গান বাজনা চলে না। তোমরা পড়াশুনা করো সকালে। সকালে মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে। আসলে তোমাদের রেকর্ড বাজানোরও দরকার নেই। আমরা তো আওয়াজের উর্ধ্বে যাই। এ তো কেবল সকলকে জাগানোর জন্য বাজানো হয়। মুরলি পড়লে বা শুনলে কোনো আওয়াজ বাইরে যায় না। পড়াশুনার কোনো আওয়াজ হয়ই না। বাবা বসে মন্ত্র দেন – বাচ্চারা মৌন থেকে আমাকে স্মরণ কর। এখানে কানে মন্ত্র বলার জন্য কোনো গুরু ইত্যাদি নেই, যিনি মন্ত্র দান করে কাউকে শোনাতে নিষেধ করবেন । এখানে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। বাবা তো জ্ঞানের সাগর।

এটা হল গীতার পাঠশালা। পাঠশালাতে আবার মন্ত্র দেওয়া হয় নাকি ? তুমি যখন কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে বোঝাও তখন কি রেকর্ড বাজাও ? নয় না ? ক্লাসেও এভাবে বোঝাবে। ছবিও সামনে আছে। যদি কেউ কোনোদিন ম্যাপ না দেখে থাকে তাহলে সে কি করে বুঝবে ইংল্যান্ড কোথায় আর নেপাল কোথায় ? যদি আগে থেকে ম্যাপ দেখে থাকে তাহলে বুঝতে পারবে। বাচ্চারা তোমাদের চিত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ সৃষ্টি নাটকের রহস্য বোঝানো হয়েছে। এই জ্ঞান এমন যা ছবির সাহায্য ছাড়াও বোঝাতে পারো। মানুষ ভগবানের সম্পর্কে কিছুই জানে না। কল্পের আয়ু অনেক বেশি ধরে নিয়েছে। তোমাদেরকে তো বাবা বুঝিয়েছেন। তোমাদেরকে আবার অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। চারটি যুগকে চার ভাগ করতে হয়, তারপর আবার অর্ধেক –অর্ধেক করতে হয়। অর্ধেকে নতুন দুনিয়া, অর্ধেকে পুরানো দুনিয়া। এমন নয় যে নতুন দুনিয়ার আয়ু বড় করে দেওয়া যাবে। মনে করো কোনো বাড়ির বয়স ৫০ বছর, তো অর্ধেক সময়কালেই তাকে পুরানো বলা হবে। দুনিয়ার ক্ষেত্রেও তাই। এ সবই বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝান। এতে তাই গীত গাওয়ার বা কবিতা ইত্যাদি শোনানোর কোনো প্রয়োজন নেই। এই সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণদের আচার – অনুষ্ঠান একেবারেই আলাদা। কারো তো এটা জানাই নেই যে এই সঙ্গমযুগ কাকে বলা হয়। সঙ্গমযুগে কি হয়? তোমার জানো যে দূর দেশ নিবাসী বাবা পতিত দুনিয়াতে এসেছেন ।ব্রহ্মা – বিষ্ণু – শংকর দূর দেশের নন। দূর দেশ হল শিববাবার আর আত্মাদের। আমরা সবাই নিরাকারী দুনিয়ার নিবাসী ।প্রথমে নিরাকারী দুনিয়া, তারপর হল আকারী দুনিয়া আর তারপর সাকারী দুনিয়া। নিরাকারী দুনিয়া থেকে প্রথমে দেবী–দেবতাদের ধর্মের আত্মারা আসে। প্রথমে সূর্যবংশী ঘরানা এখানে ছিল, তারপর চন্দ্রবংশী ঘরানার আত্মারা আসবে। সূর্যবংশী থাকলে চন্দ্রবংশী থাকবে না। চন্দ্রবংশী যখন থাকবে তখন বলা হবে সূর্যবংশী অতীত হয়ে গেছে। ত্রেতাতে বলবে লক্ষ্মী – নারায়ণের পার্ট পাস্ট হয়ে গেছে। বাকি এমন বলা হবে না যে আমরা আবার বৈশ্য শূদ্র হব । না। এই নলেজ এখন তোমাদের হয়েছে। বাবা তোমাদেরকে চক্রের রহস্য বোঝান। যদিও তিনিই ত্রিমূর্তিকে বানিয়েছেন। কিন্তু শিবকে সেখানে রাখেননি। শিবকে জানলে চক্রকেও জানা হবে। শিবকে না জানার কারণে চক্রকেও জানতে পারে না। গায়ও – দূর দেশের নিবাসী এসেছেন, এসেছেন পরের দেশে...। কিন্তু এটা জানে না যে ভগবান স্বয়ং হলেন পতিত পাবন । তোমরা জানো যে এটা হল আমাদের অনেক বড় যজ্ঞ। ওই যজ্ঞে তিল, জব ইত্যাদি আহূতি দেওয়া হয়। এটা হল "রাজস্ব অশ্বমেধ রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ" । এই যজ্ঞে সমগ্র পুরানো দুনিয়ার সব সামগ্রী স্বাহা হয়। যে রাজ্য লাভ করবে, সে–ই যোগে সম্পূর্ণ নিমগ্ন থাকে। সিলভার এজ–এও দুই কলা কম হয়ে যায়। প্রথম ১২৫০ বছর হল সত্যযুগের। তারপর ৬২৫ বছরে (১২৫০÷২=৬২৫) এক কলা কম হয়ে যায়, অবতরণ কলা যে। ত্রেতাতে আরও খাদ পড়ে যায়। এখন বাচ্চারা তোমাদের বোঝানো হয় যে – বাবার সাথে যত বেশি বুদ্ধি যোগ রাখবে

ততই খাদ বেড়িয়ে যাবে। নইলে সাজা পেয়ে আবার সিলভার এইজে এসে যাবে (সত্যযুগে যেতে পারবে না)। কৃষ্ণকে সবাই ভালোবাসে। দোলনায় দোলায়। রামকে এত দোলাবে না। আজকাল তো হল প্রতিযোগিতার যুগ। কিন্তু এটা কেউ জানে না যে লক্ষ্মী - নারায়ণই ছোটবেলায় রাধা - কৃষ্ণ। রাধা - কৃষ্ণের উপরে অনেক কলঙ্ক লেপন করে দিয়েছে। লক্ষ্মী - নারায়ণের উপরে কোনো দোষ নেই। কৃষ্ণ তো হল ছোট বাচ্চা। বাচা আর মহাত্মা দুটোই সমান বলা হয়। মহাত্মারা তো সন্ন্যাস গ্রহণ করে। কৃষ্ণ তো সতোপ্রধান - রজো - তমো-তে আসে। কৃষ্ণকে সবাই স্মরণ করে। বাবার মনমনাভব তো খুবই প্রসিদ্ধ। দেহী-অভিমানী হও। দেহের সব ধর্মকে ছাড়ো। এই জ্ঞান তোমরা যে কোনো ধর্মের লোকেদেরই দিতে পারো। বেহদের বাবা বলেন আল্লাহ-কে স্মরণ করো । আত্মা হল আল্লাহ-র সন্তান। আত্মা বলে খুদা তালা। আল্লা সাঁই। যখন আল্লাহ বলো তো নিশ্চয়ই আত্মার বাবা হলেন নিরাকার । তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। আল্লাহ বললে নিশ্চয়ই দৃষ্টি উপরের দিকেই যায়। বুদ্ধিতে আসে যে আল্লাহ উপরে থাকেন। এটা তো সাকারি সৃষ্টি। আমরা হলাম সেখানকার অধিবাসী।

বাবা বলেন - আমিও তো মুসাফির (যাত্রী), তুমিও মুসাফির। কিন্তু তোমরা মুসাফিররা পুনর্জন্মে আসো । আমি মুসাফির পুনর্জন্মে আসি না। আমি তোমাদেরকে ছিঃ ছিঃ পুনর্জন্ম থেকে মুক্ত করি। এই রাবণ রাজ্যে তোমরা অত্যন্ত দুঃখী, তাই তো আমাকে ডাকো। বাবা কত ভালো ভালো কথা তোমাদের বোঝান। বাচ্চারা এখন খেলা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখানে কেবল দুঃখ। প্রতিটি জিনিস দুর্মূল্য হয়ে গেছে, আর কি সস্তা হবে! আগে তো সস্তাই ছিল। সকলের কাছেই পর্যাপ্ত পরিমাণে আনাজ-পাতি থাকত। সত্যযুগকে গোল্ডেন এজ বলা হয়। সেখানে স্বর্ণ-মুদ্রা ছিল। সেখানে সোনা-ই সোনা থাকবে, চাঁদিও না। সেখানে বাজারও ঝলমলে হবে । হিরে-পান্না কি না পড়ত, ওখানে হিরে - পান্নারই খেলা । চাষ -বাসও প্রচুর হবে । এখানে আমেরিকায় এতো বেশি আনাজ উৎপাদন হয় যে অতিরিক্তটা পুড়িয়ে দেয়। এখন তো যা উদ্বৃত্ত হয় তা বিক্রি করে দেয়। ভারতকে দান করে দেয়। ভারতের অবস্থা দেখো কি হয়েছে। বাবা বলেন, আমি তোমাদের কত রাজ্য-ভাগ্য দিয়েছিলাম। তোমাদের দেবী-দেবতা ধর্ম তোমাদেরকে প্রচুর সুখ প্রদান করবে। সেটাকেই বলা হয় গোল্ডেন এজ। মুহম্মদ গাজনী নিজের সাথে কত হিরে-পান্না লুট করে উঁটে ভরে নিয়ে চলে গেছে। কত মাল উঠিয়েছে ভাব ? কেউ হিসাব করতে পারবে না। এখন পুনরায় তোমরা মালিক হোচ্ছ। এক মুসাফির সমগ্র দুনিয়াকে অপূর্ব সুন্দর বানাতে যাচ্ছে। কবরখানাকে পরীদের দেশে পরিবর্তিত করছেন। তোমরা বাচ্চারা এখানে এসেছো রিফ্রেশ হতে। মুসাফিরকে স্মরণ করে থাকো । তোমরাও হলে যাত্রী। এখানে এসে পঞ্চতত্ত্বের শরীর ধারণ করেছো। সুক্ষ্মলোকে পঞ্চ তত্ব হয় না। পাঁচ তত্ব এখানে হয়, যেখানে তোমরা তোমাদের ভূমিকা পালন করতে এসেছো। আমাদের আসল দেশ সেটাই। এখন আত্মা পতিত হয়ে গেছে তাই বাবাকে ডাকছে। বাবা এসো - এসে আমাদের পবিত্র করো। রাবণ আমাদেরকে পতিত বানিয়ে কালো করে দিয়েছে। যখন থেকে রাবণ এসেছে আমরা পতিত হয়ে গেছি। এখন বুঝতে পারি আমরা পবিত্র ছিলাম, তাই তো স্মরণ করি - হে পতিত পাবন , এসো। কেউ তো আছে যাকে আমরা ডাকি। বাচ্চারা বাবাকে ডাকে, ও গড ফাদার। ওঁনার তো নামই হেভেনলি গডফাদার। তাহলে নিশ্চয় হেভেনেরই রচনা করবেন।

বাবা বুঝিয়েছেন, পড়াশুনায় গান - বাজনার প্রয়োজন নেই। বাবা বলে দিয়েছেন অনেক ভালো - ভালো রেকর্ড আছে, যেগুলি উনি তৈরী করিয়েছেন - যখন কোনো কারণে বিষন্নতা আসবে তখন

নিজেকে রিফ্রেশ করার জন্য এই রেকর্ড বাজাতে পারো। কিন্তু যত আওয়াজ কম হয় ততো ভালো। রয়্যাল মানুষরা কম আওয়াজ করেন । মুখের দ্বারা কম কথা বলবে, বললেও যেন রত্ন নিঃসৃত হয়। তোমরা হলে ঈশ্বরের সন্তান, তাই তোমাদের রয়্যালিটিই আলাদা, তোমাদের তো কত নেশা হওয়া উচিত। রাজার সন্তানেরও এই গর্ব থাকেনা যা তোমাদের থাকা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার ---

১) নিজেকে সর্বদা রিফ্রেশ রাখবে। তোমার মুখ দিয়ে যেন রত্নই নিঃসৃত হয়। যদি কখনো বিষণ্নতা অনুভব হয় তাহলে বাবার তৈরী গান শুনো।

২) দেহী - অভিমানী হওয়ার প্রাকটিস করতে হবে। স্মরণে থেকে খাদ বের করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :- শান্তির শক্তি দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভবকারী যোগী তুমি আত্মা হও

শান্তির শক্তিই হল সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। অন্য সমস্ত শক্তির উৎস এই শক্তি। শান্তির শক্তি দ্বারা অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারো। যাকে দুনিয়া অসম্ভব বলে, তোমাদের যোগী আত্মাদের জন্য সেটা সহজেই সম্ভব। তারা বলবে পরমাত্মা অনেক উঁচু হাজার সূর্যের থেকেও তেজপূর্ণ, কিন্তু তোমরা নিজেদের অনুভবের দ্বারা বলো - আমরা তো তাঁকে পেয়ে গেছি, শান্তির শক্তির দ্বারা স্নেহের সাগরে সমায়িত হয়ে গেছি।

স্লোগান :- নিমিত্ত হয়ে যে নির্মাণ কার্য করে, সে - ই সত্যিকারের সেবাধারী।